সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৭তম বর্ষ ■ ১ম ও ২য় সংখ্যা ■ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ ■ ৪ পৃষ্ঠা

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক শেরপুর জেলার নকলা ও নালিতাবাড়ি উপজেলায় আইসিটি সরঞ্জামাদি বিতরণ

গত ৪-৫ এপ্রিল মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য 'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি ক্লাব' এবং নালিতাবাড়ি উপজেলায় নির্বাচিত ক্লাবটি হচ্ছে 'উত্তর কাপাশিয়া আইসিএম কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড'। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী মহোদয় সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সরকারি আর এসব তথ্য পাওয়া যাবে নতুন স্থাপিত এসব কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে। কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক প্রতিটি এআইসিসিতে সরবরাহকৃত আইসিটি

নালিতাবাড়ি ' উত্তর কাপাশিয়া আইসিএম কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড' - এর সদস্যদের হাতে আইসিটি সরঞ্জামাদি তুলে দিচ্ছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী

তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প' এর আওতায় শেরপুর জেলার নকলা ও নালিতাবাড়ি উপজেলায় কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) উদ্বোধন এবং আইসিটি সরঞ্জামাদি বিতরণ করেন। নকলা উপজেলায় কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত ক্লাবটি হচ্ছে 'অগ্নিবিনা ক্ষুদ্র কৃষক আইপিএম অর্থে ক্রয়কৃত এসব মূল্যবান আইসিটি সরঞ্জামাদির প্রতি সর্বদা যত্নশীল থাকার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে হলে কৃষি ক্ষেত্রেও ই-কৃষির প্রচলন করতে হবে, নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে হবে। সরঞ্জামাদির মধ্যে রয়েছে ১টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার,ল্যাপটপ কম্পিউটার,মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, কালার প্রিন্টার, সাউন্ড সিস্টেম, ডিজিটাল ক্যামেরা, স্পাইরাল মেশিন, লেমিনেটিং মেশিন, ইন্টারনেট মডেম, ওয়েব ক্যামেরা, স্ক্যানার, জেনারেটর, কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার।

(৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

মিউটেশন ব্রিডিং ও বায়োটেকনোলজি ব্যবহার করে আরও দ্রুত বিভিন্ন শস্যের সময়োপযোগী জাত উদ্ভাবন করতে হবে – কৃষি সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম বলেছেন, 'বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের মিউটেশন ব্রিডিং ও বায়োটেকনোলজি ব্যবহার করে আরও দ্রুত সময়ে বিভিন্ন শস্যের সময়োপযোগী জাত উদ্ভাবন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশ সেবায় অধিকতর মনোযোগী হয়ে কৃষি বিজ্ঞানীদের সৃজনশীল দক্ষতাও বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি ১২ এপ্রিল ২০১৪ গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহের বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০১২-১৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অগ্রগামী দেশগুলোতে মিউট্যান্ট জাত বেশি বেশি উদ্ভাবিত এবং ব্যবহৃত হলেও আমাদের দেশের চিত্রটি ভিন্নতর। বাংলাদেশে মিউট্যান্ট জাতের সংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও কম। যেখানে চীনে উদ্ভাবিত মোট ফসলি জাতের ৩৬ ভাগই মিউট্যান্ট জাত ।' পরমাণু শক্তিকে কাজে

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম । ছবি: জাহাঙ্গীর কবির

লাগিয়ে গত চার দশকে আমরা ১২টি ফসলের মাত্র ৭৪টি জাত উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছি। যা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। যদিও এত স্বল্প সংখ্যক জাতের মধ্যেও বেশ কিছু ভালো জাত কৃষককুলে বেশ সমাদৃত। তিনি আরও বলেন, শুধু জাত উদ্ভাবনেই নয় পরমাণু শক্তিকে কৃষি ও মানব উন্নয়নে আরও ব্যাপক ডাইমেনশয়ে, ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের টার্গেট স্থির করে সময় নির্দিষ্ট করে কাজে নামতে হবে। কৃষি সচিব কৃষি গবেষণা বিষয়ে বর্তমান কৃষকবান্ধব সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপও তুলে ধরেন। বক্তব্যের শেষান্তে তিনি বিনার বার্ষিক গবেষণা কর্মশালা ২০১২-১৩ এর উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। অনিবার্য কারণে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহের বার্ষিক গবেষণা কর্মশালা, ২০১২-১৩ এর ভেন্যু হিসেবে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়াম ব্যবহার করতে হয়। বাংলাদেশ

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)

খুলনায় অনুষ্ঠিত হলো তিন দিন ব্যাপী ডিজিটাল উদ্বোধনী মেলা

–মো. আবদুর রহমান, এআইসিও, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খুলনা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেছেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। ২০২১ সনের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ অঞ্চলে একটি আইটি পার্ক স্থাপন হলে এখান থেকে শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা উপকৃত হবে।

প্রতিমন্ত্রী গত ৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় খুলনার সেন্ট যোসেফ হাইস্কুলে জেলা প্রশাসন আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্বোধনী মেলা /১৪ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনার দেশ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের সব প্রান্তে টেলিযোগাযোগসহ সব ধরনের আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার গত পাঁচ বছরে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলে

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)

কুষ্টিয়া সদরে জিংক সমৃদ্ধ ধান বিস্তারে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বিত্তিপাড়া গ্রামে এগ্রিকালচারাল অ্যাগডভাইজর সোসাইটি (আস) ও হারভেস্টপ্লাস বাংলাদেশের উদ্যোগে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার সহযোগিতায় জিংক সমৃদ্ধ ধান বিস্তারে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ প্রবীর কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. লুৎফর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

বাংলাদেশ ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের আঞ্চলিক কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

-এ টি এম ফজলুল করিম, এ আইসিও, কৃতসা,পাবনা

বাংলাদেশ ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএ) কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে আঞ্চলিক কৃষক সমাবেশ ৩ এপ্রিল পাবনার ঈশ্বরদীর রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত কৃষক আলহাজ শাহজাহান আলী পেঁপে বাদশার মামণি কৃষি খামার চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়।'সংগঠিত কৃষকই পারে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে' এই প্রতিপাদ্যের ওপর বাংলাদেশ ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে দেশের সব জেলা থেকে কৃষক প্রতিনিধি এ সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার কথা থাকলেও

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

নওগাঁর বদলগাছীতে আউশ প্রণোদনা বিতরণের উদ্বোধন

নওগাঁর বদলগাছী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর উদ্যোগে গত ৩১ মার্চ উপজেলা পরিষদ হলরুমে আউশ প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বদলগাছী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তফা অলি আহম্মেদ রুমি চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ-৩ (বদলগাছী-মহাদেবপুর) আসনের সাংসদ মো. ছলিম উদ্দিন তরফদার সেলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন নওগাঁ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ এসএম নুরুজ্জামান মন্ডল।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্যে বদলগাছী উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোছা. রাহেলা পারভিন বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় বিগত বছরের মতো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে উফশী আউশ ধান চাষে ১ বিঘা জমির জন্য ৫ কেজি বীজ, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি এবং সেচ ও আগাছা দমন বাবদ ৩০০ টাকা এবং নেরিকা চাষের জন্য ১০ কেজি বীজ, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি এবং সেচ বাবদ ৩০০ টাকা ও আগাছা দমন বাবদ ৩০০ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। দেশের এ খাদ্য চাহিদা মিটাতে ধান উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে বোরো ধানের পাশাপাশি আউশ ধানের আবাদ বাড়াতে হবে। তাই বর্তমান সরকার আউশ ধানের আবাদ বৃদ্ধির জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে। এ প্রণোদনার সহায়তা কাজে লাগিয়ে আউশ ধান চাষ বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি উপপরিচালক মহোদয় বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে ফলে বোরো ধানের পাশাপাশি আউশ ধানের চাষও বাড়াতে হবে। কারণ আউশ ধান চাষে উৎপাদন খরচ কম ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা কম থাকে।

অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদসহ ৬০০ জন প্রণোদনা সহায়তাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় ডিজিটাল মেলা উদ্বোধন

২৫ এপ্রিল দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় অনুষ্ঠিত হলো ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একসেস টু ইনফরমেশন, প্রোগ্রামের সহায়তায় চিরিরবন্দর উপজেলা প্রশাসন এ মেলার আয়োজন করে। এখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক শামীম আল রাজী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মো. তৌফিক ইমাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, (শিক্ষা ও অর্থ যোগাযোগ প্রযুক্তি)। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন চিরিরবন্দর উপজেলা পরিষদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মিজানুর রহমান।

এ মেলায় উপজেলা কৃষি অফিস চিরিরবন্দর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, দিনাজপুর শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ অনেক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। উপজেলা কৃষি অফিস ও কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন ওয়েবসাইট ভিজিটসহ নানাবিধি কর্মসূচি গ্রহণ করে। যা আগত শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করে। সবার কাছে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরাই ছিল এ মেলার মূল উদ্দেশ্য। –বিজ্ঞপ্তি

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় এআইসিসি উদ্বোধন

-এম. এমদাদুল হক, এআইসিও, কৃতসা, রংপুর

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় বানিয়াপাড়া আইসিএম ক্লাবে ২৭ এপ্রিল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়।

এ উপলক্ষে বাবু কুমারেশ রায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ মজিবুল হক মিয়া, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ ফিরোজ আহমেদ, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা কৃষি ক্ষেত্রে এআইসিসি ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি বলেন, বানিয়াপাড়া আইসিএম ক্লাবে এআইসিসি স্থাপনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতিগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার করে কৃষিতে আরও অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে সরবরাহকৃত ল্যাপটপ কম্পিউটার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম, ডিজিটাল ক্যামেরা, মডেম, ওয়েব ক্যামেরা ইত্যাদি যন্ত্রপাতি কৃষকরা হাতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। এসবের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কৃষিক্ষেত্রে তারা আরও সাফল্য অর্জন করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

কাপ্তাই উপজেলার চিৎমরম ব্লকে বোরো প্রদর্শনীর মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

– তপন কুমার পাল, আঞ্চলিক পরিচালক, আইএআইএস প্রকল্প, কৃতসা, রাঙ্গামাটি অঞ্চল

রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার চিৎমরম ব্লকের মুসলিম পাড়ায় পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় বোরো প্রদর্শনীর মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ ০৩ মে, ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনী চাষি সুলতান আহমেদ তালুকদারের বোরো ধানের জমিতে নমুনা শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. শাহ আলম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক কৃষিবিদ তপন কুমার পাল। কাপ্তাই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা উথুইপ্রু মারমা, প্রদর্শনী চাষি সুলতান আহমেদ তালুকদার, কৃষক প্রতিনিধি মো. জসীম।

প্রধান অতিথি ধানসহ বিভিন্ন দানাদার ফসলের কৃষকপর্যায়ে বীজ উৎপাদন কলাকৌশলের ওপর আলোকপাত করেন। সঠিক সময়ে ফসল কর্তন, মাড়াই, ঝাড়াই, শুকানোর ওপর তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। বীজ শুকানোর পর কিভাবে তা গুদামজাত বা সংরক্ষণ পাত্রে রাখা যাবে তার ওপরও তিনি বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রদর্শনী প্লটের ফসল কর্তন করে ব্রি-ধান ২৮ এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৬.৯ টন এবং হাইব্রিড জাত এসএল-৮ এর ফলন ৯.১৫ টন পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, প্রদর্শনী প্লটে ইউরিয়া সারের পরিবর্তে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে এ অঞ্চলে আবাদকৃত ব্রি-ধান ২৮-এর অন্যান্য জমির তুলনায় প্রদর্শনী প্লটে হেক্টরপ্রতি প্রায় ১ টন ফলন বেশি পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে অত্র এলাকার কৃষকরা ধান চাষে উন্নতজাত ব্যবহারসহ দানাদার ইউরিয়া সারের পরিবর্তে গুটিইউরিয়া সার ব্যবহার করবেন বলে প্রদর্শনী চাষিসহ অন্যদের মত প্রকাশ করেন।

ঝালকাঠিতে কৃষি প্রযুক্তি মেলা অনুষ্ঠিত

– নাহিদ বিন রফিক, টিপি, কৃতসা, বরিশাল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এবং ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রোজেক্টের (আইএপিপি) অর্থায়নে পাঁচ দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা গত ১৬ এপ্রিল ঝালকাঠি শিশুপার্ক চত্বরে শেষ হয়েছে। এ উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইএপিপির পরিচালক মো. নাসিরুজ্জামান (যুগ্ম সচিব)। জেলা প্রশাসক মো. শাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মো. মজিদ আলী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবদুল আজিজ ফরাজি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শাহ রিয়াজ, আইএপিপির প্রকল্প ব্যবস্থাপক ড. মো. মাহাবুবুর রহমান, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার চিন্ময় রায়, আদর্শ কৃষক নয়ন সিকদার প্রমুখ। মেলায় ৩৫টি স্টল স্থান পায়। এতে প্রদর্শিত কৃষি পণ্য ছিল দেখার মত। এছাড়া সর্জন পদ্ধতিতে সবজি চাষ, নিবিড় মাছচাষ, খাঁচায় মাছচাষ, খামার জাত সার, জৈব কৃষি, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা, বালাইনাশকের ব্যবহার, লতিরাজ কচুর চাষ, কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব রোধ, বীজ সংরক্ষণ, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অর্ধশতাধিক কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শিত হয়। মেলায় হরেক রকম ফল ও সবজি দেখে আগত দর্শকদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এছাড়া মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কৃষি তথ্য সার্ভিসের সৌজন্যে কৃষিবিষয়ক চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

বরিশালে কৃষি উন্নয়নে গণমাধ্যম শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

– নাহিদ বিন রফিক, টিপি, কৃতসা, বরিশাল

কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগে কৃষি উন্নয়নে গণমাধ্যম শীর্ষক তিন দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ গত ৯ এপ্রিল নগরীর সাগরদীর ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়ে শেষ হয়েছে। এ উপলক্ষে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আবদুল মুন্নাফ আহম্মেদ। তিনি বলেন, কৃষি প্রযুক্তি অতি দ্রুত এবং অধিক সংখ্যক চাষিদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের বিকল্প নেই। তাই সবাইকে মিডিয়ামুখী হতে হবে। এখন ডিজিটালের যুগ। তথ্যপ্রযুক্তি বলতে গেলে সবার হাতের মুঠোয়। অন্যান্য সেবার মতো কৃষি প্রযুক্তি সবার কাছে উন্মুক্ত। ইচ্ছে করলেই আপনারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কৃষিবিষয়ক যে কোন তথ্য কিংবা সমস্যার সমাধান জেনে নিতে পারেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক মো. ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশালের উপপরিচালক নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্রি'র প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. রফিকুল ইসলাম, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদত হোসেন, টেকনিক্যাল পার্টিসিপেন্ট এসএম নাহিদ বিন রফিক, কৃষক মো. জহিরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার, ই-বুক, ই-মেইল, মোবাইলে তথ্য সেবা, কল সেন্টার এবং ওয়েবসাইট সম্পর্কে হাতে-কলমে শেখানো হয়। এতে এআইসিসিসহ বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের ৫০ জন কৃষাণ-কৃষাণি অংশগ্রহণ করেন।

ঝালকাঠি সদরে কৃষকদের মাঝে আউশ ধানের বীজ ও সার বিতরণ

– নাহিদ বিন রফিক, টিপি, কৃতসা, বরিশাল

ঝালকাঠি সদরে তালিকাভুক্ত চাষিদের মাঝে কৃষি পণ্যের বিতরণ গত ৩১ মার্চ শেষ হয়। এ উপলক্ষে গত ২১ মার্চ জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে আউশের বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী আলহাজ আমির হোসেন আমু এমপি। এ সময় কৃষকের উদ্দেশে তিনি বলেন, ধান-নদী-খাল এ তিনে বরিশাল। তাই দক্ষিণাঞ্চলের সেই পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। সরকার সময়মতো সার ও বীজ আপনাদের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। এখন আপনাদের দায়িত্ব উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে এগিয়ে নেয়া। এসময় জেলা প্রশাসক মো. শাখাওয়াত হোসেন, জেলা পুলিশ সুপার মো. মজিদ আলী,

ঝালকাঠি পৌর মেয়র মো.আফজাল হোসেন, উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ শ্যামল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার চিন্ময় রায়, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার মো. রিফাত শিকদার অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। উপজেলার তালিকাভুক্ত ১ হাজার ৪৫ জন চাষিকে জনপ্রতি ৫ কেজি হারে উফশী আউশ ধানের বীজ এবং ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি এমওপি, ১০ কেজি ডিএপি সার দেয়া হয়। এছাড়া ২৫ জন চাষিকে ১০ কেজি হারে নেরিকা ধানের বীজের পাশাপাশি সেচ ও আগাছা দমনের জন্য ৬০০ টাকা প্রদান করা হয়।

জাঁকজমকপূর্ণ বাগেরহাট ডিজিটাল মেলায় কৃষি বিভাগ তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে

- এসএম আহসান হাবিব, এআইসিও, কৃতসা, খুলনা

বাগেরহাটে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে বাগেরহাট জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় তিনদিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২৯ মার্চ সকাল ১১টায় উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুর আগে এক বর্ণাঢ্যর‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালী শেষে মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক প্রশাসন নাসরিন আফরোজ মনিকা।

স্বাধীনতা মঞ্চে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভায় জেলা প্রশাসক মুঃ শুকুর আলীর সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা ও সমন্বয়ক ছিলেন আলহাজ অ্যাডভোকেট মীর শওকত আলী বাদশা এমপি। বক্তব্য রাখেন পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এমতিয়াজ, সিভিল সার্জন ডা. বাকির হোসেন, অতিঃ জেলা প্রশাসক শাহ্আলম সরদার, অধ্যক্ষ বুলবুল কবির, প্রেসক্লাব সভাপতি বাবুল সরদার প্রমুখ।

প্রধান অতিথি নাসরিন আফরোজ, সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সবার এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মেলায় স্থাপিত ২০টি স্টল পরিদর্শন করে প্রধান অতিথি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের গণমাধ্যমবিষয়ক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

– মো. এমদাদুল হক, এআইসিও, কৃতসা, রংপুর

বিগত ১৭-১৯ এপ্রিল বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, রংপুরে কৃষি তথ্য সার্ভিস আয়োজিত গণমাধ্যম বিষয়ক তিন দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুরের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ মো. আলী আজম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ফিল্ড অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, রংপুর। সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ ফিরোজ আহমদ, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর। প্রশিক্ষণে ৫০ জন কৃষক ও কৃষাণি অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি বলেন, কৃষি এ দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙে নিবিড়ভাবে জড়িত। কৃষক সমাজ কৃষিকে লালন করে আসছে আদিকাল থেকে। এ দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, সীমিত জমি, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের কৃষিকে আজ তাই ঢেলে সাজাতে হবে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক উপায়ে কৃষকদের কৃষি সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞান প্রদান করতে হবে। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বিশেষ অতিথি ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন করতে হলে কৃষির বিকল্প নেই আর তাই প্রয়োজন আধুনিক কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা। সভাপতির বক্তব্যে মো. আলী আজম বলেন, তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান প্রসার সম্পর্কে আজ আর কারও অজানা নেই। তথ্য প্রযুক্তি আজ গোটা বিশ্বকে এক জাতিতে পরিণত করেছে এখন যে কেউ ঘরে বসেই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। প্রশিক্ষণকালে রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের সদস্যদের গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মাগুরার শ্রীপুরে অনুষ্ঠিত হলো কৃষি মেলা

–কৃষিবিদ সঞ্জয় কুমার পাল, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, শালিখা, মাগুরা।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত বহুমাত্রিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের (এসসিডিপি) আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, শ্রীপুর, মাগুরার উদ্যোগে ১৭ এপ্রিল তিন দিনব্যাপী কৃষি মেলার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলা উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবু হানিফ মিয়া। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএইর যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক এজেডএম মমতাজুল করিম, এসসিডিপির প্রকল্প পরিচালক মো. হামিদুর রহমান, শ্রীপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. বদরুল আলম হিরু প্রমুখ।

উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মাগুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে কৃষক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি হস্তান্তরে এ ধরনের কৃষি মেলা খুবই ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেন। কৃষি মেলায় এসসিডিপির মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন-কলার ব্যাগিং, মরিচ ও নারকেলের মাইটস্ দমন, আমের হপার পোকা দমন, মাশরুম উৎপাদন, পেঁয়াজ ও রসুনের জাত প্রদর্শনী এবং মালটা চাষসহ বিভিন্ন ফলের উন্নত চাষ পদ্ধতির প্রদর্শনী স্টল স্থাপন করা হয়। শ্রীপুর উপজেলা মৎস্য কার্যালয়, হর্টিকালচার সেন্টার, মাগুরা এবং আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, মাগুরা তাদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি মেলায় প্রদর্শন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ছাড়াও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা ও প্রায় পাঁচ শতাধিক কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট জেলার সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের দিনব্যাপী মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–জেলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ অফিসার, গোপালগঞ্জ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,গোপালগঞ্জ এর সহযোগিতায় গত ০৭ এপ্রিল গোপালগঞ্জের সার্কিট হাউজে পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট জেলার সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের দিনব্যাপী মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার বিষয়বস্তু ছিল' ব্রি-প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন'।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মো. খলিলুর রহমান, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. শাহজাহান কবির, পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), ব্রি। কর্মশালার শুরুতেই স্বাগত ভাষণ ও মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো. আবদুল জলিল মৃধা, প্রকল্প পরিচালক, পিজিবিআইএডিপি, ব্রি অংগ ও প্রধান কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি। কারিগরি সেশনে পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট অঞ্চলের কৃষির সার্বিক অবস্থা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরেন ড. অসিত কুমার সাহা, সাবেক উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ; উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পিরোজপুর এবং উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাগেরহাট। বক্তারা ওই অঞ্চলে কৃষির সম্ভাবনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশ্নের জবাব দেন। কর্মশালায় এ অঞ্চলের নিচু জলাভূমিতে মৎস্য চাষকে শস্য বিন্যাসের অন্তর্ভুক্তি, ভেজাল সার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থাপনা বিষয়েও পরামর্শ দেয়া হয়।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের গণমাধ্যমবিষয়ক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

– মো. আবদুর রহমান, এআইসিও, কৃতসা, খুলনা

গণমাধ্যমে কৃষি তথ্য বিস্তারে ফলপ্রসূ কনটেন্ট তৈরি বিষয়ক তিনদিনের এক প্রশিক্ষণ ২৪ এপ্রিল খুলনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, প্রশিক্ষণ হলে উদ্বোধন করা হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিসের অধীন দশটি কৃষি অঞ্চলে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম নিবিড়করণ প্রকল্পের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ কাজী আনিসুজ্জামান। প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ অঞ্জন কুমার বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকার উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ কিংকর চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ এমএম আবদুর রাজ্জাক। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বেতার সাংবাদিকতার বিষয়ে বাংলাদেশ বেতার খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক বশির আহমেদ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সমপনী দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ এজেড এম মমতাজুল করিম বলেন, কৃষি তথ্য বিস্তারে কৃষি তথ্য সার্ভিস ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। তিনি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত কাজের পাশাপাশি গণমাধ্যমের কাজে বিশেষ করে কৃষি তথ্য সার্ভিসকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। তিন দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার সব উপজেলা কৃষি অফিসার, উপজেলা মৎস্য অফিসার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, বাংলাদেশ বেতার খুলনার সহকারী পরিচালক (চাষাবাদ), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্রের মোট ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

শেরপুর সদর উপজেলায় স্থাপিত কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শন

কৃষিবিদ গোলাম সারওয়ার জাহান, জেলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কর্মকর্তা, কৃতসা, শেরপুর

গত ২৭ এপ্রিল ২০১৪, শেরপুর জেলার সদর উপজেলায় স্থাপিত কৃষি তথ্য সার্ভিস ও যোগাযোগ কেন্দ্রের (এআইসিসি) কার্যক্রম পরিদর্শন এবং কৃষকের সাথে মতবিনিময় করেন শেরপুর জেলার শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ (সিপিএস) বিলাস চন্দ্র পাল ও সদর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মো. আবদুল হামিদ। ওই অনুষ্ঠানে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কী কী তথ্য কৃষকরা পাচ্ছে তা নিয়ে আলোকপাত করেন জেলার কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কর্মকর্তা। পরে কৃষি তথ্য সার্ভিসের সম্পূর্ণ বাংলায় তৈরি ওয়েবসাইট ও ই-বুক দেখে কৃষকদের জন্য কৃষি তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে বলে ধারণা পোষণ করেন সিপিএস ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা। মতবিনিময় শেষে ওই এআইসিসিতে কৃষকদের উদ্দেশ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ওয়েবসাইট ও কৃষিবিষয়ক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী বিটি বেগুনের আবাদ সম্প্রসারণে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

-এটিএম ফজলুল করিম, এআইসিও, কৃতসা, পাবনা

পাবনার ঈশ্বরদীর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আয়োজনে, আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় এবি এসপি-২ প্রকল্পের কারিগরি সহযোগিতায় এবং ইউএস এআইডির অর্থায়নে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী বিটি বেগুনের জনপ্রিয়তা যাচাই, উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ও সর্বোপরি আবাদ সম্প্রসারণ বিষয়ে মাঠ দিবস গত ৬ জুন ঈশ্বরদীর বক্তারপুরে বিটি বেগুন আবাদকারী চাষি আমজাদ হোসেনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়।

ঈশ্বরদীর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ও ডাল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক কৃষিবিদ ড. তপন কুমার দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (গবেষণা) মো. জমশের আহাম্মদ খন্দকার, এবিএসপি-২ প্রকল্পের কান্ট্রি সমন্বয়কারী ড. জিপি দাশ ও পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আবুল হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. আবুল খায়ের।

প্রধান অতিথি বলেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে যে প্রযুক্তিগুলো উদ্ভাবন করেছে তা মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং পুষ্টি নিরাপত্তায় অকল্পনীয় অবদান রাখতে সমর্থ্য হয়েছে। তিনি বিটি বেগুন সম্পর্কে উপস্থিত সব বিভাগের কর্মকর্তা ও আগত চাষিদের এ মর্মে আশ্বস্ত করেন যে, বিটি বেগুন সবজি হিসেবে আমাদের চাষিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে, এটা খাদ্য হিসেবে স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট উপকারী ও পরিবেশবান্ধব। সাধারণ বেগুনে বোনা থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ৫০ থেকে ৬০ বার কীটনাশক স্প্রে করা হয় কিন্তু বিটি বেগুনে স্প্রে করার প্রয়োজন হয় না বিধায় এটা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য সুফলদায়ক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (গবেষণা) মো. জমশের আহাম্মদ খন্দকার বলেন, স্থানীয় জনপ্রিয় জাতের বেগুনের সঙ্গে জিন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বিটি বেগুনের উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটা মানবদেহের জন্য কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না বরং কীটনাশক বর্জিত হওয়ায় স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য যথেষ্ট সুফলদায়ক। তিনি উপস্থিত সব কৃষককে এর আবাদ সম্প্রসারণের জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিটি বেগুন চাষি ঈশ্বরদীর আমজাদ হোসেন, তারেকুজ্জামান সুমন, পাবনা সদরের (পুষ্পপাড়া) আমজাদ হোসেন, রহমত ইমদাদুল হক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

গত ০৬ জুন '১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিটি বেগুনের ওপর মাঠ দিবসে ঈশ্বরদীস্থ বিটি বেগুনের ক্ষেত পরিদর্শন করছেন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. জমশের আহাম্মদ খন্দকার সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ।

আইসিটি সরঞ্জামাদি বিতরণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রকল্প পরিচালক ড. রাধেশ্যাম সরকার জানান, এ প্রকল্পের আওতায় এরই মধ্যে ৫০টি উপজেলায় এআইসিসি স্থাপিত হয়েছে এবং আরও ১০০টি উপজেলায় এআইসিসি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিজ্ঞপ্তি

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালকের পাবনা সফর

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ সৈয়দ খোরশেদ জাফরী উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের নিমিত্তে ১৯ এপ্রিল এক সরকারি সফরে ঢাকা থেকে পাবনা আগমন করেন এবং পাবনা কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। মতবিনিময় সভায় তিনি কৃষি তথ্য সার্ভিসের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের গতি বৃদ্ধিতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন। কৃষকের অগ্রগতি তথা কৃষির অগ্রগতিতে অবদান রাখতে নিবেদিতভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক পাবনা অঞ্চলে যে ৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে তা যেন সত্যিকারভাবেই কৃষকের কাজে আসে। তিনি কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রচার কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের সঙ্গে লিয়াজোঁ রক্ষা করে কৃষক পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি এবং উৎপাদন কার্যক্রমকে পত্রিকার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া এবং সেই সঙ্গে বিভাগীয় কার্যক্রম যেমন কৃষিকথার সদস্য বাড়ানো, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, উন্নয়ন সংবাদ প্রচার ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এর আগে পরিচালক মহোদয় ঈশ্বরদীস্থ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আলতাফ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে ভারইমারী, বক্তারপুর, পুষ্পপাড়া ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বরাদ্দকৃত প্লটে আবাদকৃত বিটি বেগুনের প্লট সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি আবাদকৃত বেগুন চাষি আমজাদ হোসেন, রহমত আলী এবং সুমনের সঙ্গে বিটি বেগুন চাষাবাদের ভালোমন্দ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিটি বেগুনের কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকা না থাকায় বেগুনের উৎপাদন অনেক বেশি হবে বলে কৃষকদের জানান।

মিউটেশন ব্রিডিং ও বায়োটেকনোলজি ব্যবহার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংয়ের মহাপরিচালক ড. এএইচএম রাজ্জাকের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কামাল উদ্দিন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবু হানিফ মিয়া, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিনার বিজ্ঞানীগণ ছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফিসার এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রগতিশীল কৃষকগণ অংশগ্রহণ করেন

খুলনায় অনুষ্ঠিত হলো তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্বোধনী মেলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। ডিজিটাল মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনার জেলা প্রশাসক মো. আনিস মাহমুদ। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) অশোক কুমার বিশ্বাস। স্বাগত বক্তব্য দেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ) মো. সাখাওয়াত হোসেন ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, সেন্ট যোসেফ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আলফ্রেড রনজিত মন্ডল।

এর আগে গত ৪ এপ্রিল বিকেলে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে এ মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও এটুআই প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক কবির বিন আনোয়ার। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মহাপরিচালক (প্রশাসন) বলেন, যে শিক্ষা কাজে আসবে না তা পরিত্যাগ করে জীবনমুখী কারিগরি ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা করতে হবে। মেলায় জেলা প্রশাসন, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বাংলাদেশ পুলিশ, পোস্ট অফিস, বেসরকারি ব্যাংকসহ সরকারি ও বেসরকারি ৪০টি স্টল তাদের সেবাগুলো প্রদর্শন করেন। মেলায় সেমিনারে ই-কৃষি, ই-শিক্ষা, ফ্রি ল্যান্সিং ও আউটসোসিংয়ের মাধ্যমে অনলাইনে আয় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল কুইজ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের আঞ্চলিক কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেশের ১৭টি জেলা থেকে কৃষকসহ কৃষকের প্রতিনিধিগণ প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করে আঞ্চলিক কৃষক সমাবেশে যোগদান করে সমাবেশটিকে একটি কৃষকের মিলন মেলায় পরিণত করেন।

বাংলাদেশ ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাংলাদেশ চিনিকল আখচাষি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কৃষিতে তিনবার রাষ্ট্রপতি পদকপ্রাপ্ত আদর্শ চাষি আলহাজ শাহজাহান আলী পেপে বাদশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সুলতান উদ্দিন ভূঞা।

সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিভাগের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিঃপরিচালক কৃষিবিদ মো. নূরুল আমিন, পাবনার বাংলাদেশ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক কমলকান্তি সরকার, গাজীপুরের উষা এগ্রো লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাবিনা সেতারা পাশা এবং বাংলাদেশ ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত সেলিম।

বক্তারা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সরকারের সমীপে কৃষি উৎপাদনের স্বার্থে কৃষকদের স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত ১৫টি সুগারমিলে বর্তমানে (২০১৩-১৪) আখমাড়াই মৌসুমে আখ চাষিদের বকেয়া পাওনা প্রায় ২০০ কোটি টাকা দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থাকরণ, কৃষকদের কৃষি যোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। কৃষকের এ মিলনমেলায় প্রায় তিন শতাধিক চাষি উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া সদরে জিংক সমৃদ্ধ ধান বিস্তারে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হারুন-অর রশীদ, নির্বাহী পরিচালক, আস, ড. মাহামুদা খাতুন, এসএসও, বি, কুষ্টিয়া এবং মো. হাবিবুল্লাহ, জেলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুষ্টিয়া। এছাড়া উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার (সদর), উপসহকারী কৃষি অফিসার ও কৃষাণ-কৃষাণিরা উপস্থিত ছিলেন।

জিংক সমৃদ্ধ ধান চাষি নিজাম বলেন, আমরা ১০ জন কৃষক ৪ একর জমিতে জিংক সমৃদ্ধ ধান চাষ করি। এ ধানের চাষ লাভজনক কারণ ফলন ব্রি-ধান ২৮ এর তুলনায় বিঘাপ্রতি প্রায় ২ মণ বেশি এবং রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা অসুস্থ হলে ডাক্তার জিংক সিরাপ খেতে বলেন কেননা তাদের দেহে জিংকের ঘাটতি রয়েছে। আমাদের জাতিকে জিংকের অভাব থেকে মুক্ত করতে হলে জিংক সমৃদ্ধ ফসল উৎপাদনের বিকল্প নেই। তাই দেশে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো এরই মধ্যে জিংক সমৃদ্ধ ফসলের জাত বারি মসুর-৭, ব্রিধান-৬২সহ কয়েকটি ফসলের জাত অবমুক্ত করেছে। জিংক সমৃদ্ধ ধানে ব্রিধান-২৮ এর তুলনায় প্রায় ৯ পিপিএম বেশি জিংক থাকে যা মানবদেহে জিংকের ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।

এছাড়া তিনি এসব জিংক সমৃদ্ধ ফসলের জাতের চাষ বৃদ্ধি করে দেশের জনগণের জিংকের ঘাটতি পূরণে কৃষকভাইদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিজ্ঞপ্তি

সম্পাদক : কৃষিবিদ সৈয়দ খোরশেদ জাফরী, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী রত্নেশ্বর সূত্রধর ,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
ফটোগ্রাফী : সাজেদুল আলম রিমন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত